দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
ঢাকা

তারিখ 14 JAN 1987
পৃষ্ঠা 4 কলাম 4

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর উন্নয়ন ও সংস্কার হচ্ছে না দীর্ঘদিন ধরে

সিরাজগঞ্জ, ১৩ জানুয়ারী (সংবাদদাতা)।— উল্লাপাড়া, তাড়াশ ও রায়গঞ্জ উপজেলার বেসরকারী প্রাইমারী স্কুল সরকারীকরণ নিয়ে দু'জন সংসদ ও সংশ্লিষ্ট দু'জন উপজেলা চেয়ারম্যানের মধ্যে মর্যাদার লড়াই শুরু হয়েছে।

উল্লাপাড়া উপজেলা থেকে নির্বাচিত সরকারী সংসদ সদস্য জনাব আব্দুল লতিফ ও রায়গঞ্জ তাড়াশ থেকে নির্বাচিত আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য ইসহাক হোসেন তালুকদার স্ব স্ব উপজেলার দু'টি করে প্রাইমারী স্কুল সরকারীকরণের জন্য জেলা প্রশাসকের নিকট তালিকা প্রেরণ করে।

এদিকে সরকারী নির্দেশ মোতাবেক সংশ্লিষ্ট উপজেলা চেয়ারম্যানগণ স্ব স্ব উপজেলার ২টি করে স্কুল সরকারীকরণের অনুমোদনের জন্য পূর্বাহ্নে জেলা প্রশাসকের নিকট তালিকা প্রেরণ করেছেন।

এদিকে জেলা প্রশাসক উভয়ের মর্যাদা রক্ষার জন্য কোনরূপ সুপারিশ ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট অনুমোদনের জন্য তালিকা দু'টি পাঠিয়ে দেন।

বর্তমানে চেয়ারম্যানগণ এবং সংসদ সদস্যদ্বয় স্ব স্ব তালিকা অনুমোদনের জন্য জোর তদরীর চালাচ্ছেন বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, প্রতিটি উপজেলায় দু'টি করে প্রাইমারী স্কুল সরকারীকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

পঞ্চগড়

পঞ্চগড় থেকে (সংবাদদাতা)— জানান, পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ উপ-জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে বছর ধরে শিক্ষক সংকট চলছে।

শিক্ষক স্বল্পতার কারণে উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। উপজেলায় সরকার প্রদত্ত বই ঠিকমত না পৌছানোর কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনার দারুণ ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়েছে।

গোটা উপজেলায় ১০টি প্রধান শিক্ষকের পদসহ অর্ধশতাধিক শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। সম্প্রতি কয়েকজন শিক্ষক নিয়োগ করা হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় কম।

১৯৮৩ সালে শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগের জন্য একটি নির্বাচনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির অভিযোগে পঞ্চগড় কোর্টে একটি মামলা দায়ের হওয়ার কারণে নির্বাচিত প্রার্থীরা নিয়োগপত্র পাচ্ছে না।

সিংড়া

সিংড়া (নাটোর) থেকে সংবাদদাতা জানান, সিংড়া উপজেলার ৪৪ নং গোটিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাদ অনতিবিলম্বে সংস্কার করা না হলে যে কোন সময় ধসে পড়তে পারে। আর এই আশংকায় ছাত্র-ছাত্রীরা খোলা আকাশের নীচে লেখাপড়া করছে।

প্রকাশ, ১৯৬৯ সালে ১৮ হাজার টাকা ব্যয়ে ৭৫ শতাংশ জমির উপর ৯০ ফুট দীর্ঘ ২৯ ফুট প্রস্ত ৫ কক্ষ বিশিষ্ট এই স্কুল ভবনটি নির্মাণ করা হয়। সেই সময়ে অর্থভাবে কোন রকমে প্লাষ্টার কাজ সম্পন্ন করা হয়।

১৯৬৯ সাল থেকে দীর্ঘ ১৭ বছর অতিবাহিত হলেও আজ পর্যন্ত স্কুল ভবনের উন্নয়নের জন্য কোন অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি। ফলে ছাদে ফাটল ধরে যে কোন কোন সময় ধসে পড়ার আশংকা রয়েছে।